কৃষি থেকে শিল্প—গ্রাম থেকে শহর

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। তার মধ্যে একটি কথা খুব বড় আকারে দেখা দিয়েছে। কথাটা কৃষি এবং শিল্পের। কিংবা, প্রকৃতপক্ষে কৃষি বনাম শিল্পের। শিল্পের জন্য প্রয়োজনে কৃষি জমি ব্যবহার করতে হবে, যে জমিতে আজ চাষ হচ্ছে, সেই জমিতে কলকারখানা তৈরি করতে হবে—এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে, কিছুটা আচমকাই, খুব শোরগোল হয়েছে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, শিল্প বলতে এখানে কেবল কারখানার কথা বলা হচ্ছে না, বন্দর, হাইওয়ে, বিদ্যুৎকেন্দ্রও বৃহৎ অর্থে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আসলে এটা শিল্পায়ন/ নগরায়নের সম্মিলিত অভিযান, কারখানা যার একটি অঙ্গ মাত্র। বস্তুত, তথ্যপ্রযুক্তির মতো অনেক ক্ষেত্রেই 'কারখানা' আজ আর আদৌ শিল্পের অঙ্গই নয়। সুতরাং, কৃষি বনাম শিল্পের প্রশ্নটা কার্যত গ্রাম বনাম শহরেরও প্রশ্ন।

এবং ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা স্মরণ করতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নীতিকারদের উচ্চারণ, গ্রাম থেকে শহর, কৃষি থেকে শিল্প— উন্নয়ন বলতে তো এটাই বোঝায়। কথাটা যখন তাঁরা বলেন, তাতে একটা বিস্ময়ের সুর থাকে। সেটা অহেতুক নয়। কৃষিজমিকে শিল্পায়ন/ নগরায়নের কাজ ব্যবহার করার প্রশ্নে তাঁর সমালোচনা এবং প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছেন। সেই সমালোচনা ও প্রতিবাদ কেবল বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও, কেবল বামফ্রন্টের ভিতর থেকে নয়, খোদ সি পি আই এম-এর ভিতর থেকেও। নীতিকাররা এমন বিরূপতা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে পড়েছেন, এটা মেনে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। তাঁরা বাস্তবিকই উন্নয়নের একটা ছক বোঝেন, বুঝে এসেছেন। সেই ছকে শিল্পায়ন এবং নগরায়ন বরাবরই উন্নতির সূচক বলে গণ্যও হয়ে এসেছে। আজ যখন তাঁরা রাজ্যে বিনিয়োগ এনে সেই পথে অগ্রসর হতে চাইছেন, তখন প্রতিবাদ কেন?

যাঁদের জমি চলে যাবে তাঁদের বা তাঁদের তরফে প্রতিবাদের মানে বোঝা যায়, উৎপাদন কমে যাবে এই আশঙ্কায় প্রতিবাদ করলে সে প্রতিবাদেরও যৌক্তিকতা থাকে কিন্তু সে সব প্রতিবাদের তো উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে যাঁদের জমি যাবে তাঁদের জন্য যথাযোগ্য বিকল্প বন্দোবস্ত করা হবে, বলা হয়েছে যে জমি কমলেও শস্য উৎপাদন কমবে না, কারণ উর্বর জমি নেওয়া হবে না এবং জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর অনেক সুযোগ এখনও আছে। কিন্তু তার পরেও যে ভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে তাতে মনে হয়, সমালোচকরা যেন শিল্পায়নের মূল প্রকল্পটিরই রিরোধী। এতে সরকারি নায়করা বিস্মিত, ক্ষুব্ধ হবেন, সে তো স্বাভাবিক। সেই ক্ষুব্ধ বিস্ময়ই তাঁদের কথায় বেরিয়ে আসে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ঃ গ্রাম থেকে শহর, কৃষি থেকে শিল্প এটাই তো উন্নয়ন! মনে করার কোনো কারণ নেই যে তিনি বা তাঁরা কথাটা কৌশল হিসেবে বলেছেন। তাঁরা এটা বিশ্বাস করেন, এটাই বিশ্বাস করেন।

এই বিশ্বাস একটি ধারণার পরিণাম, একটি ধারণার আধিপত্যের পরিণাম, যে আধিপত্য 'হেজিমনি' নামে সমধিক পরিচিত। সেই ধারণা উন্নয়নের একটি 'স্বাভাবিক' মডেল নির্মাণ করে রেখেছে, করে এসেছে। সেই মডেলে উন্নয়ন এক প্রগতিশীল প্রক্রিয়া, যা একটি অবস্থা থেকে আর একটি অবস্থায় এগিয়ে নিয়ে যায়— প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষের উন্নতি হয়ে, মানুষের জীবনযাত্রা এগিয়ে যায়, জীবনযাত্রা গুণমানের উত্তরণ হয়। উন্নতি, প্রগতি, উত্তরণ—এই শব্দগুলি এই মডেলে অকাতরে ব্যবহৃত হয়, সমাদৃত হয়, নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়।

লক্ষ্য করার বিষয়, উন্নয়নের এই ধারণাটি কার্যত মতাদর্শনির্বিশেষে স্বীকৃত। গত প্রায় এক শতাব্দীতে রাজনীতির বিচারে যে দুটি ভিন্ন শিবিরের রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা দেখেছি, তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই উন্নয়নের অর্থনীতি একটা জায়গায় মিলে গেছে। কি ধনতন্ত্র, কি'সমাজতন্ত্র' দুই মডেলেই শিল্পায়ন তথা নগরায়নকে উন্নয়ন তথা প্রগতির সমার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে এবং উন্নয়নের নীতি ও কার্যক্রমও সেই অনুসারেই নির্ধারিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম ইউরোপের উন্নয়ন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের উন্নয়ন, এই দুই উন্নয়নের ইতিহাসের দিকে যদি নজর করি তা হলে দেখব, এক কথায় তার নাম ঃ গ্রাম থেকে শহর, কৃষি থেকে শিল্প। এই তো উন্নয়ন! যারা কথায় কথায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন, তাঁদের চিন্তায় পশ্চিমী সাম্প্রজ্যবাদের নিরঙ্কুশ শাসন। সেটা দুর্ভাগ্যজনক নয় কি?

এক অর্থে, উন্নয়নের এই দিগ্বিজয়ী ধারণাটির মূলে আছে পশ্চিম দুনিয়াকে আদর্শ বলে গণ্য করার মানসিকতা, সেই দুনিয়া যে ভাবে যে পথে উন্নত হয়েছে, তাকেই উন্নয়নের একমাত্র পথ বলে গণ্য করার মানসিকতা। আমাদের বামপন্থী শাসকরাও বিনা প্রশ্নে সেই মানসিকতার বশীভূত হয়েছেন, এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে, অন্য কোনো ভাবে ভাবা যেতে পারে, এটাই তাঁরা মনে করেন না, মনে করতে পারেন না। আর সেই কারণেই শিল্পায়ন/ নগরায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে তাঁরা বিস্মিত হন, বিরক্ত হন।

আমরা এ কথা মোটেও বলতে চাইছি না যে, শিল্পায়ন/ নগরায়ন খারাপ কিংবা অপ্রয়োজনীয়। সেটা হবে বাতুলের কথা। আমরা বলতে চাইছি, শিল্পায়ন/ নগরায়নকে উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত এবং রূপ হিসেবে দেখাটা এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ক, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পশ্চিম দুনিয়ার আধিপত্যকারী একটা তাত্ত্বিক প্রকল্প থেকে গ্রহণ করেছি। যদি এই আধিপত্যকে প্রশ্ন করতে রাজি হই, যদি এই দৃষ্টিভঙ্গির দাসত্ব ছেড়ে অন্য ভাবে দেখতে চাই, তা হলে প্রথমেই প্রশ্ন করব ঃ কৃষি থেকে শিল্প মানেই কেন উন্নয়ন বলে গণ্য হবে? গ্রাম - থেকে -শহর মানেই কেন অগ্রগতির অন্য নাম বলে পরিচিত হবে? এর একটা বহুপ্রচলিত উত্তর এই যে, শিল্পায়ন না হলে আয় যথেষ্ট বাড়বে না, শিল্পজাত পণ্য ছাড়া জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হবে না, শুধু চাষবাস করলে চলে? একই ভাবে বলা হবে যে, ভাল ভাবে বাঁচার জন্য নগরজীবনের সুযোগসুবিধা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য জরুরি, গ্রামে বসে থাকলে সে সব মিলবে না, মিলবে না বাইরের জগৎটাকে ভাল করে চেনাজানার সুযোগ, বাইরের জগতে উন্নততর জীবন সন্ধানের সুযোগ।

কথাগুলো ফেলে দেওয়ার নয়। কিন্তু কথাগুলোকে একটু ভেঙেচুরে দেখলেই অন্য দু'একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এক, আয়বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি মাপকাঠিগুলিকে অনিবার্য ভাবে শিল্পায়ন বা নগরায়নের সঙ্গে একাকার করে দেখার কোনও যুক্তি নেই। আয়বৃদ্ধি গ্রামেও সম্ভব, ভারতের মতো দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিতে আয়বৃদ্ধি হয়েছে। নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বলতে যা বোঝানো হয়, তারও অনেক কিছুই গ্রামে পাওয়া সম্ভব। সুশিক্ষা, সুচিকিৎসা, ভাল রাস্তা, বিনোদন ইত্যাদি গ্রামে থাকতেই পারে, কেরলের মতো রাজ্যে বহুলাংশে আছে-ও। সুতরাং উন্নতির জন্য গ্রাম ছেড়ে, কৃষি ছেড়ে বেরোতে হবে, এই ধারনাটি একটি ধারণা মাত্র, হয়তো তা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক, হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই ভুল। ধারনা হিসেবেই তাকে বিচার করতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে, নির্বিচারে, বিনা প্রশ্নে ধারণাকে মেনে নেবে কেন?

দুই, ভাল থাকা বলতে সচরাচর যা বোঝায়, সেটাও আমরা উপরোক্ত আধিপত্যকারী ধারণা থেকেই গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য এবং বিনোদনের যে অমিত বিস্তারকে আমরা উন্নত জীবনের আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করি, তা কোনো ভাবেই স্বাভাবিক নয়; টেলিভিশনে শত শত চ্যানেল কিংবা সাবানের শত শত ব্রান্ড আমাদের ঠিক কী ভাবে কতখানি ভাল থাকতে সাহায্য করে, বোঝা মুশকিল। আমরা এই ভাল থাকাকে, জীবনযাত্রার উন্নতির এই ধারণাকে প্রশ্ন করি না, তার কারণ আমরা এটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিই, মনে করি যে এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, অন্য রকম হতে পারে না। এটাই ধারণার আধিপত্য।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি নায়কদের চিন্তায় ও আচরণে এই আধিপত্যের লক্ষণ খুব স্পষ্ট। তাঁরা কৃষি থেকে কত একর জমি সরিয়ে নিয়ে শিল্পে বা উপনগরীতে দিতে চাইছেন সেটা নীতিগত ভাবে বড় প্রশ্ন নয়, মৌলিক প্রশ্ন নয়। কৃষি ও শিল্প, গ্রাম ও শহর— কালক্রমে এদের বিবর্তন ঘটেছে, ঘটছে, দুইয়ের অনুপাত বদলেছে, বদলাচ্ছে। এটা একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়া থেমে যাবে না। কৃষি থেকে এক ইঞ্চি জমি নেওয়া চলবে না, এমন কোনো দাবি করার মানেই হয় না। কৃষি এবং শিল্পে জমির ব্যবহারের ভবিষ্যৎ ঠিক কেমন, তা-ও আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা নীতি নির্ধারণ করছেন তাঁরা যদি শুরুতেই ভেবে রাখেন যে উন্নয়নের বিচারে কৃষির চেয়ে শিল্প উঁচুতে, গ্রামের চেয়ে শহর এগিয়ে, তা হলে বুঝতে হবে, উন্নয়নকে তাঁরা নতুন করে, নিজেদের মতো করে ভাবতে রাজি নন। বুঝতে হবে, যাঁরা কথায় কথায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন, তাঁদের চিন্তা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ শাসন। সেটা দুর্ভাগ্যজনক নয় কি?